নবী করীম(সাঃ) এর যুগে এক ইহুদীর ঘটনা

(যে ইহুদী রাসুল(সাঃ)-কে ঋণ দিয়েছিলেন।)

একজন সাহাবীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য নবীজী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ইহুদীর কাছ থেকে ঋণ নেন।

ঋণ গ্রহণের সময় বিধান হলো ঋণ ফেরতের তারিখ নির্ধারণ করা। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ইহুদীকে একটি তারিখ বলেন যে তারিখে তিনি ঋণ ফেরত দিবেন।

একদিন নবীজী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে নিয়ে একটি জানাজা থেকে ফিরছেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবুবকর, উমরের (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) মতো মহান সাহাবী। ঠিক সেই সময় ঐ ইহুদী লোকটি নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এঁর গলার চাদর ধরে রাগতস্বরে, অভদ্র ভাষায় বললো,

“ও মুহাম্মদ! আমার কাছ থেকে যে ঋণ নিয়েছিলে, সেই অর্থ কোথায়?

আমি তো তোমার পরিবারকে চিনি। ঋণ নিলে তোমাদের আর কোন খবর থাকে না”।

নবীজী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান।

তাঁর কথায় সাহাবীরা নিজেদের জীবন দিয়ে দিতে পারেন। তিনি যদি সাহাবীদেরকে একটু ইশারা দেন, তাহলে সাহাবীরা

তার (ইহুদী)গর্দান উড়িয়ে ফেলবেন।

তাঁকে সবার সামনে এতোবড় অপমান করা হলো? অথচ তাকে ঋণ পরিশোধের যেন তারিখ ধার্য করা হয়েছিলো, সেটা এখনোও বাকী আছে।

সময়ের আগেই সুন্দরভাবে না চেয়ে এভাবে অভদ্র ভাষায় দাবী করতে হবে? উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)সহ্য করতে পারলেন না।

তিনি তাঁর স্বভাবজাত সেই বিখ্যাত উক্তিটি বললেন- “ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আপনি অনুমতি দিন, তার গলা থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলি?”

নবীজীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এ ক্ষেত্রে যেমন ক্ষমতা ছিলো, তেমনি তিনি ন্যায় ছিলেন। (কারন ঋণ

পরিশোধের সময়ের পূর্বেই ইহুদী লোকটি তাঁর চাদর ধরে অপমান করেছ। উঃ

ইহুদীর অমার্জিত আচরণকে তিনি শাস্তি দিতে পারেন।ইহুদীরা তাঁকে নবী বলে স্বীকৃতি না দিক, তারা তাঁকে রাষ্ট্র প্রধান, চীফ জাস্টিস হিসাবে তো স্বীকৃতি দেয়।(মদীনা সনদের আলোকে)।নীজী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ইহুদীকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেবার অধিকার রাখেন।

কিন্তু তিনি উল্টো উমর ইবনুল খাত্তাবকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু)বললেনঃ

“উমর তোমার কাছ থেকে তো উত্তম ব্যবহার আশা করা যায়। তুমি এভাবে না বলে বরং আমাকে বলতে পারতে, ‘আপনি তার ঋণ পরিশোধ করুন।’ কিংবা তাকে বলতে পারতে আপনি সুন্দরভাবে ঋণের কথা বলতে পারতেন।”

অসুন্দরের জবাব সুন্দর দ্বারা, অনুত্তমের জবাব কিভাবে উত্তম দ্বারা দিতে হয় নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমর(রাদিয়াল্লাহু আনহু)সহ সাথে উপস্থিত সাহাবীদেরকে শেখালেন।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)উমরকে(রাদিয়াল্লাহু আনহু) নির্দেশ দিলেন-

“উমর যাও তার সাথে এবং তাকে তার ঋণ পরিশোধের পর আরো বিশ সা’ (৩২ কেজি খেজুর দিও) কারণ, তুমি তাকে ভয় দেখিয়েছো।”

উমর(রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইহুদীকে সাথে নিয়ে গেলেন।তাকে তার প্রাপ্য ঋণ প্রদান করলেন এবং সাথে আরোও ৩২ কেজির মতো খেজুর দিলেন।

ইহুদী তো অবাক!সে একেতো সময়ের আগে পাওনা দাবী করেছে, তার উপর সবার সামনে নবীজীকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)অপমান করেছে;

তবুও নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তাকে পাওনা দিয়ে দিলেন সাথে দিচ্ছেন আরোও ৩২ কেজি খেজুর!?

সে জিজ্ঞেস করলো “অতিরিক্ত এগুলো কেন?”

উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, “কারন, আমি তোমাকে হুমকি দিয়েছি।

সেটার কাফফারা হিসেবে নবীজী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এগুলো দিতে বললেন।”

এটা শুনে ইহুদী বললো, “ উমর, তুমি কি জান আমি কে?” উমর(রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, “না আমি জানি না। তুমি কে”? ইহুদী বললো, “আমি যায়িদ ইবনে সু’নাহ।”

তার নাম শুনে উমরের(রাদিয়াল্লাহু আনহু) চক্ষু চড়কগাছ!

যায়িদ ইবনে সু'নাহ? মদীনার সেই বিখ্যাত ইহুদী রাবাই(ইহুদীদের আলেম)? উমর(রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার নাম জানতেন, কিন্তু তিনিই যে ঐ ব্যক্তি সেটা তিনি জানতেন না। যায়িদ ইবনে সু'নাহ বললেন, হ্যাঁ, আমিই সেই ইহুদী রাবাই।

আমাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী মুহম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবী হবার যত প্রমাণের যতো ভবিষ্যৎবাণী পাওয়া যায়, সবগুলোই আমি তাঁর মধ্যে পেয়েছি।সুধু দু'টো বিষয় পরীক্ষা করা বাকী ছিল। সেই দু'টো ছিলঃ

তাঁকে কেউ রাগালে তিনি সহনশীলতা দেখাবেন। কোন মূর্খ তাঁর কাছে এসে মুর্খের মত আচরণ করলে তিনি বরং সেই মুর্খের সাথে ভালো আচরণ করবেন। অর্থাৎ তিনি মন্দের জবাব ভালোর মাধ্যমে দিবেন,

অনুত্তমের জবাব উত্তমের উত্তমের মাধ্যমে।

যায়িদ ইবনে সু'নাহ নবীজীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মধ্যে সেই দুটো গুণও এবার দেখতে পান।

তিনি নবীজীকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)রাগানো সত্ত্বেও নবীজী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তাঁর সাথে

রাগ করেননি; উল্টো তার পাওনা অর্থের বেশী তাকে দিয়েছেন। এবার যায়িদ ইবনে সু'নাহ বললেনঃ

" ও উমর, তুমি সাক্ষী থাক- আমি আল্লাহকে আমার রব হিসাবে, ইসলামকে আমার ধর্ম হিসাবে, এবং মুহম্মদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)নবী হিসাবে আমি মেনে নিলাম।

আমার অনেক সম্পদ আছে। আমি আমার অর্ধেক সম্পদ ইসলামের তরে দান করে দিলাম।"

আমরা বলেছিলাম ইসলামিক ছোট গল্পটি সহীহ হাদীসের আলোকে বলবো। তার কিছু তথ্যসুত্রঃ

সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ২৮৮

আল বায়হাকীঃ ১১০৬৬

মুস্তাদারক হাকীমঃ ৬৫৪৭

ইমাম হাকিম (রহিমাহুল্লাহ)

হাদীসটিকে "সহীহ" বলেছেন।

.....